শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

অজঃ সর্বেশ্বরঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিঃ সর্বাদিরচ্যুতঃ।
বৃষাকপিরমেয়াত্মা সর্বযোগবিনিঃসৃতঃ ॥২৪

শাংকরভাষ্য : ন জায়ত ইতি *অজঃ* 'ন জাতো ন জনিষ্যতে' ইতি শ্রুতেঃ। "ন হি জাতো ন জায়েঽহং, ন জনিষ্যে কদাচন।/ ক্ষেত্রজ্ঞঃ সর্বভূতানাং তস্মাদহমজঃ স্মৃতঃ ॥" ইতি মহাভারতে (শান্তিপর্ব ৩৪২।৭৪)। সর্বেষামীশ্বরাণামীশ্বরঃ *সর্বেশ্বরঃ*, 'এষ সর্বেশ্বরঃ' (মাণ্ডুক্য ৬) ইতি শ্রুতেঃ। নিত্যনিষ্পন্নরূপত্বাৎ *সিদ্ধঃ*। সর্ববস্তুষু সম্বিদ্রূপত্বাৎ, নিরতিশয়রূপত্বাৎ ফলরূপত্বাৎ বা *সিদ্ধিঃ*। স্বর্গাদীনাং বিনাশিত্বাদফলত্বম্। সর্বভূতানামাদিকারণত্বাৎ *সর্বাদিঃ*। স্বরূপসামর্থ্যান্ন চ্যুতো ন চ্যবতে ন চ্যবিষ্যতে ইতি *অচ্যুতঃ*, 'শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্' (নারায়ণোপনিষৎ ১৩।১) ইতি শ্রুতেঃ। তথা চ ভগবদ্বচনম্—'যস্মান্ন চ্যুতপূর্বো- ঽহমচ্যুতস্তেন কর্মণা' ইতি। ইতি নাম্নাং শতমাদ্যং বিবৃতম্। বর্ষণাৎ সর্বকামানাং ধর্মো বৃষঃ কাৎ তোয়াৎ ভূমিমপাদিতি কপির্বরাহঃ, বৃষরূপত্বাৎ কপিরূপত্বাচ্চ *বৃষাকপিঃ*। "কপির্বরাহঃ শ্রেষ্ঠশ্চ ধর্মশ্চ বৃষ উচ্যতে।/ তস্মাদ্ বৃষাকপিং প্রাহ কাশ্যপো মাং প্রজাপতিঃ ॥" ইতি মহাভারতে (শান্তিপর্ব ৩৪২।৮৯)। ইয়ানিতি মাতুং পরিচ্ছেত্তুং ন শক্যত আত্মা যস্যেতি *অমেয়াত্মা*। সর্বসম্বন্ধবিনির্গতঃ *সর্বযোগবিনিঃসৃতঃ*, 'অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ' (বৃহদারণ্যক ৪।৩।১৫) ইতি শ্রুতেঃ। নানাশাস্ত্রোক্তাদ্‌যোগাদপগতত্বাদ্ বা।

ভাবানুবাদ : সর্বজ্ঞ, সর্বত্রবিরাজিত যে-নৈর্ব্যক্তিক সত্তা পরিদৃশ্যমান এই জগতের অন্তরালে নিরন্তর ক্রিয়াশীল, 'সর্বদর্শনঃ' নামে সেই omnispective নারায়ণকে সম্বোধন করেছিলেন পিতামহ ভীষ্ম। উপনিষদ তাঁকেই দৃশ্যমান এই জগতের 'দ্রষ্টা' রূপে সম্বোধন করেছেন, অভিহিত করেছেন সর্বদেশে সর্বকালে প্রতীয়মান জন্মমৃত্যুর অতীত এক তত্ত্বরূপে।

ঈশ্বরচৈতন্যরূপে যখন তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন, তখন নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছেন,

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥"
(গীতা ৪।৬)

—আমি জন্মরহিত, অলুপ্তজ্ঞানশক্তিস্বভাব এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও, স্বীয় ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তিকে আশ্রয় করে দেহধারণ করে থাকি।

তিনি আরও বলেছেন, এই অবিনাশী তত্ত্বই সমস্ত জগতকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন, এই তত্ত্বই সমস্ত প্রাণীর স্বরূপ (গীতা, ২।১৭)।

আচার্য শংকর তাঁর ভাষ্যে নারায়ণের জন্মরহিত 'অজ'-তত্ত্বকে দেখতে চেয়েছেন সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মা 'ক্ষেত্রজ্ঞ'রূপে। মহাভারতের শান্তিপর্ব (৩৪২।৭৪) থেকে উদ্ধৃতি এনে বলেছেন, "আমার জন্ম নেই, কখনও হয়নি, হবেও না। সমস্ত প্রাণীর আমি ক্ষেত্রজ্ঞ (ক্ষেত্র অর্থাৎ প্রাণীর দেহ-ইন্দ্রিয়াদি), তাই আমাকে 'অজ' নামে সম্বোধন করা হয়।"

গীতায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগ বিস্তৃতরূপে আলোচনাকালে শ্রীভগবান বলেছেন, সূর্য যেমন এক, একমাত্র হয়েও সমস্ত জগতকে আলোকিত করেন, তেমনই পরমাত্মা এক, একমাত্র হয়েও ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সমস্ত দেহকে (ক্ষেত্রকে) প্রকাশিত করেন। (১৩।৩৪)

এই ক্ষেত্রজ্ঞকে তত্ত্বত জানাই ব্রহ্মবিদ্যা, পরাবিদ্যা—"যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্। / অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥" (গীতা ১০।৩)—যিনি আমাকে জন্মরহিত, অনাদি, জগৎকারণ সর্বলোকাধিপতি বলে জানেন, তিনিই মোহশূন্য হন, সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান।

ব্যতিরেকমুখে ভগবান বলেছেন, মোহাচ্ছন্ন জীব আমার অব্যয় জন্মরহিত তত্ত্বকে জানতে পারে না। (গীতা ৭।২৫)

এই 'ক্ষেত্রজ্ঞ' পরমাত্মাকেই মাণ্ডুক্য উপনিষদ বলেছেন 'সর্বেশ্বরঃ।' পিতামহ এই নামেই ডেকেছেন নারায়ণকে। মাণ্ডুক্য বলেছেন, এই সর্বজ্ঞ (ক্ষেত্রজ্ঞ) অন্তর্যামী পরমাত্মাই 'সর্বেশ্বরঃ'—কারণ তিনি 'সর্বস্য যোনিঃ', 'ভূতানাং প্রভব-অপ্যয়ৌ'—সমস্ত প্রাণীর জন্মমৃত্যুর কারণ।

এই 'অখণ্ড-অদ্বয়-অবিনাশী' আত্মতত্ত্বই বেদান্তদর্শনের অবদান। এই আত্মবোধের সাধনায় মানুষ তার প্রাকৃত সত্তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি ও প্রেরণা পায়; দৈনন্দিন জীবনে মহৎ, উদার হয়ে ওঠে। এযুগের আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ আহ্বান জানিয়েছেন, "Call upon the sleeping soul and see how it awakes"... নিদ্রিত আত্মাকে জাগিয়ে তোলো, দেখতে পাবে অন্তরে শক্তির জাগরণ হচ্ছে। সদ্‌বৃত্তি, শুদ্ধতা আসছে, যা-কিছু মহৎগুণ সব তোমার মধ্যে জেগে উঠছে : "Power will come, glory will come, goodness will come, purity will come, and everything that is excellent will come when this sleeping soul is roused to self-conscious activity."

আচার্য শংকর এই স্থিতিকেই বলেছেন 'সিদ্ধি' যা সমস্ত কর্মের সঠিক রূপায়ণ বা সম্পূর্ণ সম্পাদন—অর্থাৎ 'সঠিক নিষ্পন্নতা'—'নিত্যনিষ্পন্নরূপত্বাৎ সিদ্ধঃ'।

আচার্য শংকর বলছেন, সমস্ত বস্তুতে সঠিক জ্ঞান বা মূল্যায়নই সিদ্ধিঃ। স্বামীজীর ভাষায়, একজন কেরানি আরও ভাল কেরানি হবে, শিক্ষক আরও ভাল শিক্ষক হবে, আইনজীবী আরও ভাল আইনজীবী হবে, যদি তারা বেদান্তের আত্মতত্ত্বে আস্থা স্থাপন করে। যে যেখানেই থাকুক না কেন, বেদান্ত সেখান থেকেই তার অভ্যুদয় ঘটিয়ে দেবে।

নারদীয় ভক্তিসূত্রেও এই 'সিদ্ধিঃ' পরিভাষাটি পাই : "যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি" (সূত্র ৪)। এই সিদ্ধি হল অভীপ্সিত লক্ষ্যবস্তুর প্রাপ্তি। শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ এই সূত্রটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন, "এই সিদ্ধির অর্থ আদর্শের চরিতার্থতা আর সে আদর্শ হল জীবনের পূর্ণতা সাধন...। এ পূর্ণতা আসে ঈশ্বরপ্রেম থেকে, অন্য কোনও সম্পদ নয়, কোনও বিভূতি নয়, জীবনের অন্য কোনও ক্ষেত্রেই নয়, একমাত্র দিব্যপ্রেমের প্রসঙ্গেই এই পূর্ণতা।"

আচার্য শংকর বলছেন, স্বর্গাদিলাভকে (অথবা

অলৌকিক শক্তিলাভকে) লৌকিক ব্যবহারে 'সিদ্ধি' বলা হয় বটে কিন্তু এগুলি নাশবান তত্ত্ব (দ্রঃ গীতা ৯।২১)। প্রকৃত অর্থে এগুলি 'অভীষ্টপ্রাপ্তি' বা 'সিদ্ধি' নয়। বরং তাঁকে প্রাপ্ত হলে অক্ষয়সুখ প্রাপ্তি হয়, এই জন্মমৃত্যুর আবর্তন থেকে জীব মুক্ত হয়ে যায় (দ্রঃ গীতা, ১৫।৬)।

এই 'সিদ্ধি'র আকাঙ্ক্ষা বা পরিভাষা নিয়ে স্বামীজীর ভাবনা স্মরণীয় : "যাহার যে-বিষয়ে যেমন অভাববোধ, তাহার প্রয়োজনবোধও সেই বিষয়ে তদনুরূপ। সুতরাং যাহারা পান, ভোজন, অপত্য-উৎপাদন ও তারপর মৃত্যু—ইহার উপর আর উঠিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে লাভ-বোধ কেবল ইন্দ্রিয়ের সুখে। তাহাদের হৃদয়ে উচ্চতর বিষয়ের জন্য সামান্য ব্যাকুলতা জন্মিতেও অনেক জন্ম লাগিবে। কিন্তু যাঁহাদের নিকট আত্মার উন্নতি-সাধন ঐহিক জীবনের ক্ষণিক সুখ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান বোধ হয়, যাঁহাদের চক্ষে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি কেবল অবোধ শিশুর ক্রীড়ার মতো মনে হয়, তাঁহাদের নিকট ভগবান ও ভগবৎপ্রেমই মানবজীবনের সর্বোচ্চ ও একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়। ঈশ্বরেচ্ছায় এই ঘোর ভোগলিপ্সাপূর্ণ জগতে এইরূপ মানুষ এখনও কয়েকজন জীবিত আছেন।"

নারায়ণকে পিতামহের 'সর্বাদিঃ' সম্বোধনের কারণ, সমস্ত প্রাণীর আদিকারণতত্ত্ব তিনি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রারম্ভিক মন্ত্রটিই এই প্রশ্ন নিয়ে—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা/ জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।/ অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু/ বর্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥" (১।১)—সৃষ্টির আদি কারণ কী? ব্রহ্মই কি জগতের আদিকারণ? কোথা থেকে আমরা এসেছি? কার দ্বারা আমরা জীবিত আছি, নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি, মৃত্যুর পরে কী আমাদের গতি?

পিতামহ খুব স্বাভাবিকভাবেই 'অজ'-সম্বোধনের প্রেক্ষিতে এই জগৎকারণের প্রসঙ্গ করেছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাই, গভীর ধ্যানে ঋষিরা অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন সেই জ্যোর্তিময় পরমাত্মাকে, জগতের আদিকারণকে। সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই সৃষ্টির কারণ। তিনিই কাল ও জীবাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত (১।৩)।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলছেন, 'স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াম্'—ভগবানের ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অত্যন্ত গূঢ়, সেই নিগূঢ় মায়া দিয়ে তিনি নিজেকে ঢেকে রেখেছেন। এই মায়ার দুটি শক্তি—আবরণ ও বিক্ষেপ। সমস্ত জগৎ মায়াধীন তাই সমস্ত জীবাত্মাই স্বরূপত আবৃত, স্বরূপ থেকে বিচ্যুত, বিক্ষিপ্ত। মায়াধীশ একমাত্র ভগবান, তাই তিনি স্বরূপে অধিষ্ঠিত, অবিচ্যুত, অচ্যুত।

গীতায় দুটি অপূর্ব মানসিক স্থিতিতে ভগবানকে অর্জুন 'অচ্যুত' নামে সম্বোধন করেছেন। একবার তিনি যখন ভগবানের মায়ায় আত্মবিস্মৃত, মোহিত, তখন ক্ষমা চাইছেন : "হে অচ্যুত, বিহার, শয়ন, আসন ও ভোজনকালে আপনার সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে, একাকী বা বন্ধুজনসমক্ষে পরিহাসচ্ছলে আপনাকে যে-অসম্মান বা অমর্যাদা করেছি, হে অপ্রমেয়, আপনার কাছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি (১১।৪২)। আর একবার, যখন তিনি বলছেন, নিজের ধ্রুবাস্মৃতি ফিরে পেয়েছেন, তাঁর মোহ নষ্ট হয়েছে (১৮।৭৩) :

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।"

এই 'অচ্যুত' নামোচ্চারণের সঙ্গে বিষ্ণুসহস্রনামের প্রথম শতক পূর্ণ হল।

অজ, সর্বেশ্বর, সর্বাদি, অচ্যুত এগুলি নারায়ণের ঈশ্বরবাচক শব্দ, মায়াধীশ্বরের লক্ষণবাচক সম্বোধন। সেই সূত্রেই পিতামহ তাঁকে ডাকছেন 'বৃষাকপি' নামোচ্চারণে। 'বৃষাকপি' একটি দ্বন্দ্বসমাস বা শব্দযুগ্ম। সমস্ত কামনার বর্ষণের উৎস ধর্ম। ধর্ম থেকেই সঞ্চিত হয় পুণ্য, বর্ষণ হয় সমস্ত

কামনা-আকাঙ্ক্ষার পূর্তির, তাই 'ধর্ম'-এর সমার্থক শব্দ বৃষ। 'কপি' নাম বরাহ অবতার-রূপের জন্য। পৃথিবীকে 'ক' অর্থাৎ জল থেকে উদ্ধার করেছিলেন নারায়ণ বরাহ অবতারে, তাই তাঁর অন্য নাম কপি। ধর্মরূপী 'বৃষ' এবং বরাহরূপী 'কপি' দুটি নামকে যুগলরূপে উচ্চারণ করেছিলেন কাশ্যপ ঋষি (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৪২।৮৯)।

আকাশের মতো সীমাহীন, সমুদ্রের মতো গভীর শ্রীভগবানের স্বরূপ, তাই তিনি অমেয়াত্মা। অমেয় অর্থাৎ অপরিমেয়, যার পরিমাপ করা যায় না। অমেয় স্বরূপ (আত্মা) যাঁর তিনি অমেয়াত্মা। নারায়ণের সমস্ত ঐশ্বর্যই অপরিমেয়, অনন্ত। অসীম তাঁর মেধা, অনন্ত তাঁর প্রেম—সমস্ত পুরাণ শ্রীহরির কাব্যগাথায় মুখর—'হরিকথা অনন্ত', অপরিমেয়, অমেয়।

শিশু কৃষ্ণকে বাঁধতে চেষ্টা করার একটি মধুর কাহিনি আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে একে দামবন্ধন লীলা বলে বর্ণনা করেছেন শুকদেব। দুরন্ত শিশুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে শাসন করতে উদ্যত হয়েছেন মা যশোদা (১০।৯।১৩) :

"ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্
পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ॥"

—যাঁর অন্তর-বাহির নেই, যিনি সৃষ্টির অন্তরে বাহিরে, পূর্বে ও পরে বিদ্যমান সেই পরব্রহ্ম-স্বরূপকেই বাৎসল্যপ্রেমময়ী যশোদা বাঁধতে গেলেন! নিজের চুল বাঁধার পট্টডোরি দিয়ে, যশোদা শ্রীকৃষ্ণের উদরবেষ্টন করার চেষ্টা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ কাঁদছেন। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও যশোদা বাঁধতে পারলেন না। দড়ি ছোট হয়ে যাচ্ছে, যশোদা ঘেমে উঠেছেন, তাঁর খোঁপার মালা খুলে গেছে, তখন শিশু ভগবান কৃপা করে ভক্তের বন্ধন স্বীকার করলেন :

"স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥"
(তদেব, ১০।৯।১৮)

পুরুষকারের অভিমান দিয়ে তাঁকে বাঁধা যায় না। অসীম অনন্ত ভগবান তাঁর নিজের ইচ্ছা ও করুণায় ভক্তের পরিমাপের সীমার মধ্যে আসেন, স্নেহে-প্রেমে বাঁধা পড়েন, সেই তাঁর ভক্তবাৎসল্য।

পরম বৈষ্ণব, আচার্য-পিতামহ তাই যেন যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, তিনি অস্পর্শ, অসীম, অমেয়, তিনি 'সর্বযোগবিনিঃসৃত'—সর্বসম্বন্ধবিনির্গত। বৃহদারণ্যক শ্রুতির উদ্ধৃতি দিয়েছেন ভাষ্যকার—"অসঙ্গেন হ্যয়ং পুরুষঃ।" সেই সর্বসম্বন্ধমুক্ত অসঙ্গ পুরুষকে পাওয়ার পথও ভগবান নিজেই বলেছেন (গীতা ১৫।৫) :

"নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥"

এই পথের নামও 'যোগ'। সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করে তাঁকে পাওয়ার যে-পথটি পাই, সেই নামেই তাঁকে ডেকেছেন পিতামহ—'সর্বযোগবিনিঃসৃত'। অর্থাৎ যোগই তাঁকে লাভের পথ, এটিই পরিভাষা—ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত নির্দেশ 'যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ' (গীতা, ৭।১)। তাই 'যোগী' সম্বোধনে আমরা সাধককুলকেই চিহ্নিত করি।

(ক্রমশ)

নিবোধত কার্যালয়ের ছুটির বিজ্ঞপ্তি

৯ ও ১০ নভেম্বর ২০১৬ জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় সারাদিন বন্ধ থাকবে।